MAR. 1 9 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৮০০ ছাত্র মাস্টার্স পরীক্ষা দিতে পারেনি

নকলে বাধা দেয়ায় রাজেন্দ্র কলেজ রণক্ষেত্র

রিদপুর প্রতিনিধি

াস্টার্স শেষ বর্ষের চতুর্থ বিষয়ের পরীক্ষা লাকালে গতকাল রোববার নকল করাকে কন্দ্র করে রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। নকলে বাধা দেয়ায় একজন পরীক্ষার্থী ছাত্রনেতার নেতৃত্বে উত্তেজিত ছাত্রদের কয়েক দফা হামলায় ৫ জন শিক্ষক আহত ও ১০ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। নজিরবিহীন এ তাণ্ডবে কলেজের পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। বিকালে প্রেসক্লাবে শিক্ষকরা সাংবাদিক সম্মেলনে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার করা না হলে একযোগে শিক্ষকরা পদত্যাগ করবেন। কলেজ ক্যাম্পাসের উত্তেজনা পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ায় কলেজ ক্যাম্পাসসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কয়েকশ' দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ নেতা তাহফিক হোসেন পুচ্চিকে দায়ী করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষকরা বলেন, রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বর্তমান ছাত্রলীগের ভিপি তাহফিক হোসেন পুচ্চি কলেজের বায়তুল আমান শাখার ৩১৩ নম্বর রুমে মাস্টার্স শেষ বর্ষের পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ের পরীক্ষা দিচ্ছিল। গতকাল রোববার সকালে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর সে নকল করতে থাকে। এ সময় ওই রুমে শামসুর রহমান সেলুর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি দল পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করছিল। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পর তাহফিক হোসেন পুচ্চি নকল করতে গেলে

নকলে বাধা : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৭

নকলে বাধা : রণক্ষে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রুমে ডিউটিরত শিক্ষক শামসুর রহমান সে
বাধা প্রদান করেন। এ সময় পুচ্চি শামসু
রহমান সেলুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ কা
'দেখিয়ে দেয়ার' হুমকি দিয়ে প্রশ্নপত্র নি
বাইরে চলে যায়। এর ৪৫ মিনিট পর
কয়েকজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী নিয়ে রুমে ঢুকে
রুমে পরীক্ষারত ছাত্রদের খাতা টেনে নি
ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। ৫/৭ জন ছাত্রের খা
ছেঁড়ার পর শিক্ষক ও রুমের ছাত্ররা বাধা প্র
করলে তাদের অস্ত্রের ভয় দেখানো হয়। এর
তারা রুমের হাজিরা খাতা, লুজ শিট
ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা জোর করে ছি
নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। শিক্ষক ও ছাত্র
সময় বারবার তাদের বাধা প্রদান করে
হন। পরে তাহফিক হোসেন পুচ্চি কলে
অন্যান্য রুমে ঢুকে একই কায়দায় শত
খাতা ছিঁড়ে ফেলে।

এ ঘটনা চলার সময় শিক্ষকরা পু
হস্তক্ষেপ কামনা করেও রেহাই পাননি। এ
কয়েক হাজার সাধারণ ছাত্র উত্তেজিত
ওঠে। পরে তারা পুচ্চির নেতৃত্বে ক
বায়তুল আমান শাখায় ব্যাপক ভাঙচুর চ
৩ ঘণ্টাব্যাপী কলেজের ১২/১৫টি
চেয়ার, টেবিল, ফ্যান ও আসবাবপত্র
করে উত্তেজিত ছাত্ররা। এ ঘটনায়
পরীক্ষা ভণ্ডুল হয়ে যায়। দুপুরে
অধ্যক্ষের রুমে এক জরুরি বৈঠকে মিলি
এ সময় তাহফিক হোসেন পুচ্চি রু
শিক্ষকদের বিকালে পরীক্ষা না নেয়া
দেয়। বৈঠক চলার সময় বিকালে সো
দিকে রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে
শাখার বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল করে
ঢুকে পড়ে। এ সময় কয়েকশ' উত্তে
পুলিশের বাধা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢু
চাইলে বৈঠকে অবস্থানরত শিক্ষকরা
তাড়া করেন। এ সময় ঘণ্টাব্যাপী
ছাত্রদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চ
জানায় উত্তেজিত শিক্ষকরা ছাত্রদের
গিয়ে বেদমভাবে পেটাতে শুরু
শিক্ষকদের এহেন কর্মকাণ্ডে ক
কলেজের প্রশাসনিক ভবনে হাম
দরজা-জানালা ভেঙে ভেতরে ঢু
১৫/২০টি আলমারি, ৮/১০টি টা
আসবাবপত্র, ফ্যান, গুরুত্বপূর্ণ কাগ
করে। হকিস্টিক, লোহার রড ও
ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় প্রশাস
সবকিছু। ছাত্রদের এহেন তাণ্ড
টাকার ক্ষতিসাধন হয়। পরে
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিকালে শিক্ষকরা কলেজের
হোসেন পুচ্চির গ্রেফতারের
মিছিল বের করেন। বিক্ষুব্ধ
ছাত্ররাও মিছিল সহকারে শি
হামলা চালাতে গেলে হাসপাতা